❑ মোঃ আবদুল কাদের ❑ আজম মাহমুদ

কমপিউটারের মূল্য হ্রাসের লড়াই

বাংলাদেশেও প্রয়োজন একজন রবিনহুডের

মূল্য হ্রাসের কারণে কমপিউটার মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের এমনকি নিম্নবিত্তদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এলে এদেশে কমপিউটারের প্রসার হবে অভাবিত। বিশ্বব্যাপী রবিনহুড হওয়ার প্রতিযোগিতার এই সুসময়ে বাংলাদেশেও প্রয়োজন রয়েছে একজন রবিনহুডের -- যিনি অবারিত করে দেবেন তার উদার হাত দিয়ে সুলভ মূল্যের সেরা কমপিউটার কেনার রুদ্ধ দুয়ারটি। পুরো জাতি এখন অপেক্ষায় রয়েছে সেই বাংলাদেশী কমপিউটার রবিনহুডের।

২৪ আগস্ট, সোমবার। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুস্টেস রাজ্যের মেনার্ড নগরী থেকে এক বছর বয়সী বিশ্বব্যাপী পারসোনাল কমপিউটার মূল্য হ্রাস যুদ্ধের সর্বশেষ কামানের গোলাটি দাগলো ডিজিট্যাল ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশন। সারা কমপিউটার বিশ্বের শক্তিমান কুলীনদের বিস্মিত করে এক সারি নতুন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বল্প মূল্যের পিসি ছাড়লো ডিজিটাল, যার শুরু ৮৯৯ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৩৮ হাজার টাকা থেকে। ডিজিট্যালের চমক এখানেই শেষ নয়। তারা একই সাথে ঘোষণা করলো তাদের পিসি ব্যবসার মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন উৎপাদন কৌশলের কথা। কম্প্যাক কমপিউটার জুন মাসে যে সর্বব্যাপী মূল্য হ্রাস যুদ্ধের সূচনা করেছিল তাকে আরো তীব্রতর করলো ডিজিট্যাল। এই পত্রিকা যখন পাঠকদের হাতে পৌঁছাবে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে, আইবিএম উন্মোচন করবে তাদের স্বল্প মূল্যের এক সারি নতুন পিসি। কমপিউটার জগতের সবাই এখন অপেক্ষায় রয়েছে আইবিএম-এর মূল্য হ্রাস ঘোষণার বিশালতা ও ব্যাপকতা দেখার জন্য।

কে হবেন, আন্তর্জাতিক রবিনহুড

কে হবেন কমপিউটার বিশ্বের আধুনিক জনদরদী রবিনহুড? পিসি টাইটানদের বিপাকে ফেলা এই মূল্য হ্রাস ক্রুসেড শুরু করলেন কে? রবিনহুড হওয়ার এই বিরামহীন প্রতিযোগিতার স্রষ্টা হলেন কম্প্যাক কমপিউটার প্রধান একহার্ড ফেইফার। গত বছরের শেষের দিকে রড ক্যানিয়নের স্থলাভিষিক্ত হয়েই কম্প্যাকের বাণিজ্যিক রীতি ও কাঠামোর আমূল সংস্কার করলেন ফেইফার। পিসির সুলভ সংস্করণ বের করে একে শিক্ষার কাজে বাড়ীতে এবং ছোট ব্যবসা এলাকায় দ্রুত প্রসারের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বড় বাণিজ্যিক কোম্পানীসমূহের কাছে মাঝারী দামের কমপিউটার বিক্রির ক্যানিয়ন নীতি থেকে আরেকটি বড় বিচ্যুতি ছিল সুলভ মূল্য দিয়ে ছোট ও ডিসকাউন্ট কমপিউটার বিক্রেতাদের সরাসরি প্রতিযোগিতা করা। কমপিউটারের রোলস রয়েস এভাবে ক্রমান্বয়ে হয়ে পড়লো টয়োটা।

কি হবে মূল্য কমানোর কৌশলসমূহ

কি হবে ডিজিট্যালের নতুন ঘোষিত মূল্য কমানোর কৌশল? ডিজিট্যাল পরিকল্পনা নিয়েছে যে, সে এখন থেকে তার DECpc LP (Low Profile) পরিবারের পিসিসমূহের খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরী করবে তাইওয়ানে এবং সেগুলিকে সংযোজন করে পরীক্ষা করবে, বিশ্বব্যাপী তাদের সাতটি কেন্দ্রে। এতে উৎপাদন ও সরবরাহ খরচ কমবে অনেক। এদিকে তাইওয়ানের এসার কোম্পানী তাদের বিশ্বব্যাপী পরিবেশকদের কাছে কমিশনে সরাসরি পিসি বিক্রীর পরিবর্তে রয়্যালটির বিনিময়ে তাদের পরিবেশকদের এসার ব্যাণ্ডের পিসি তৈরীর অনুমতি দিচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু মান নিয়ন্ত্রণ শর্ত বেঁধে দিয়ে। এতে তাদের ওভারহেড খরচ কমবে অনেক। তাইওয়ানের বাইরে এসার-এর বিশ্বজুড়ে ১০টি সংযোজন কেন্দ্র রয়েছে। আগামী বছরের মধ্যে এ সংখ্যা তিন গুণ বাড়ানো হবে বলে এসারের চেয়ারম্যান স্ট্যান শীহ জানিয়েছেন।

মাইটাকও অনেকটা একই ধরনের ব্যবস্থা নেয়ার চিন্তাভাবনা করছে।

তারা এখন তাইওয়ানের বদলে আমেরিকা এবং ইউরোপে উৎপাদন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার অন্যতম বৃহৎ পিসি উৎপাদনকারী হিউন্দাই ইলেকট্রনিক্স কোম্পানী তার মার্কিন সাবসিডিয়ারী কোম্পানীকে জানিয়ে দিয়েছে যে, হিউন্দাই-এর খুচরা অংশ যদি খরচ কমানোর জন্য উপযোগী না হয়, তাহলে তারা অন্য কোম্পানীর উপাংশগুলি কিনে ব্যবহার করতে পারে। আমেরিকার বাজারের কাছাকাছি থাকার জন্য তারা সংযোজন পর্বের বেশ কিছু অংশ এখন ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান জোশ-এ স্থানান্তর করেছে। তারা এখন সফটওয়্যার উন্নয়নেও বিভিন্নভাবে পুঁজি খাটাচ্ছে।

যা তাদের কমপিউটারের সাথেই বাজারজাত করবে। টিকে থাকার জন্য নিজের হাতপা কাটছাট করার কথা স্বীকার করে এ কোম্পানীর কর্মকর্তা লী সাং হী বলেছেন, আগামী বছরের মধ্যে বহু ক্ষুদ্র কোম্পানীর পতন ঘটবে, দরের যুদ্ধে। এরই মধ্যে তাইওয়ানে নোটবুক পিসি রপ্তানীকারক উৎপাদকের সংখ্যা ১৩০ হতে নেমে এসেছে ৩০-এ।

এসার ও ডিজিটাল বা অন্য কোম্পানীসমূহ যত নমনীয়ভাবে তাদের পিসি উৎপাদন প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রিকরন করতে যাচ্ছে আইবিএম বা এনসিআর-এর মত রক্ষণশীল মার্কিন কোম্পানীসমূহ এ ব্যাপারে ততটা নমনীয় নয়—গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ, সুবিশাল বাণিজ্যিক সুনাম এবং প্রযুক্তিগত গোপনীয়তার কারণে।

টোষ্টার-টুথপেষ্টের মত পণ্য এখন পিসি

তবে উৎপাদন বিকেন্দ্রীকরণে যদি পিসির মূল্য তার নূন্যতম মান বজায় রেখে সার্থকভাবে কমানো যায় তাহলে এটিই হবে ভবিষ্যতের পিসি উৎপাদন ষ্ট্যাণ্ডার্ড। বাধ্য হবে প্রসিদ্ধ পিসি নির্মাতারা এই পথ অবলম্বনে।

টোষ্টার, টুথপেস্ট এবং অন্যান্য দশ পাঁচটা পণ্যের পর্যায়ের একটি পণ্য এখন পিসি। ক্রেতারা এখন একটা পিসি কেনে তার কাজ সমাধার জন্য, বিশেষ কোন ব্র্যাণ্ডের বৈশিষ্ট্য বা মৌলিকত্বের জন্য নয়। পিসিসহ সামগ্রিকভাবে কমপিউটার হার্ডওয়্যার বিক্রিতে একটা স্থবিরতা ও তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে অনেক নির্মাতা নগদ অর্থের প্রবাহের অভাবে তাদের ব্যবসাকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছে। সামনে যারা টিকে থাকবে তাদের সুলভ মূল্যে উন্নত হার্ডওয়্যারের পাশাপাশি সফটওয়্যার ও সার্ভিস ব্যবসা অবলম্বন করতে হবে। বিশ্লেষকরা বলছেন, সফটওয়্যার ও সার্ভিসই হচ্ছে কমপিউটার ব্যবসার আগামী ঠিকানা।

কেন এই মূল্য পতন

মূল্য পতনের একটি প্রধান কারণ হচ্ছে — আগে ক্রেতারা ভাবতো যে, একটা আইবিএম পিসি কিনলে এর নির্ভরযোগ্যতার কারণে অন্ততঃ দুই বছর নিশ্চিত থাকা যাবে। কিন্তু কালক্রমে ক্রেতারা বুঝেছে যে, আগ্রাসী ক্লোন নির্মাতারা যে পিসিগুলি তৈরী করে সেগুলিও দারুণ নির্ভরযোগ্য এবং সেগুলির মূল্য কম, ক্ষেত্র বিশেষে অনেক কম।

চিপ প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতিটি হচ্ছে পিসি মূল্য পতনের আরেকটি প্রধান কারণ। ইন্টেলের P5 নামে পরিচিত অনেক উন্নত, বলিষ্ঠ ও ক্ষিপ্র 80586 মাইক্রোপ্রসেসর বাজার পাবার আগেই পিসি নির্মাতারা তাদের অপেক্ষাকৃত শ্লথ পিসিসমূহ বিক্রি করতে চায় ক্ষতি এড়ানোর জন্য। ইতিমধ্যেই 80586 মাইক্রোপ্রসেসরের ক্লোন তৈরী শুরু হয়ে গেছে যা শীঘ্রই বাজারে পাওয়া যাবে। তৈরী করছে আমেরিকার নেক্সটজেন মাইক্রোসিস্টেম ইনক। যাতে পুঁজি বিনিয়োগ করেছে কম্পাক, মিটসুই, ওলিভেট্টির মত প্রতিষ্ঠান 486 ভিত্তিক পিসিসমূহ হয়ে পড়বে দু বছরের মধ্যে এন্ট্রি লেভেল।

উচু মানের পিসি তৈরিতে কম্প্যাক কমপিউটার কর্পোরেশনের খ্যাতি ছিল সুউচ্চ। অবশ্য তাদের পিসির দামও ছিল বেশ বেশি। কিন্তু গত বছরের এপ্রিল মাস থেকে ক্রমাগতভাবে তাদের ক্রেতার সংখ্যা কমে গিয়ে কোম্পানীটির আয় ১৬% কমে গিয়েছিল। এই অবস্থায় গত ১৫ই জুন তাঁরা তাদের ৪১টি পণ্যের দাম কমানোর কথা ঘোষণা করে। এতে একটি 80386SX মেশিনের দাম কমিয়ে মাত্র ৮৯৯ ডলারে আনা হয়। তাঁরা আরও ঘোষণা দেন যে, অদূর ভবিষ্যতে তাদের পণ্যের দাম আরও কমানো হবে। এই অভাবনীয় মূল্য হ্রাস বিশ্বব্যাপী পিসি বাজারকে দারুণভাবে আলোড়িত করে। ফলশ্রুতিতে কালক্ষেপণ না করে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আমেরিকার বিখ্যাত পিসি নির্মাতা ডেল কমপিউটার কর্পোরেশন এবং এভারেক্স সিস্টেমস ইনক, তাদের ডেস্কটপ পরিবারের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। অবশ্য তারা বলেন যে, এ রকম পরিকল্পনা তাদের আগেই ছিল। তবে কম্প্যাকের জন্য দাম একটু বেশিই কমাতে হয়েছে। এর পরপরই প্রতিযোগিতায় এসে যোগ দেয় —আইবিএম, তোশিবা, হিউন্দাই, এসার, এএলআর, ডিইসি, এনইসিসহ প্রায় সব বড় বড় কোম্পানী।

দাম কমানোর এই তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে ক্লোন প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলি বিশেষ করে হংকং, তাইওয়ান ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের ছোট ছোট কোম্পানীগুলি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হতে

যাচ্ছে। কারণ, তারা নিজেরা যন্ত্রাংশ তৈরি করে না। বেশির ভাগই বাইরে থেকে কেনা যন্ত্রাংশ দিয়ে ব্রাণ্ডহীন ক্লোন তৈরি করে। এখন পিসির দামের এই নিম্নমুখী পতনের ফলে নামী দামী ব্রাণ্ডের পিসিই যদি ব্রাণ্ডহীন পিসির চেয়ে কম দামে বা কাছাকাছি দামে পাওয়া যায় তবে সাধারণ ভাবেই ক্রেতারা সেদিকে ঝুঁকবে। এই শিল্পের বিশ্লেষকদের ধারণা— 'আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই অনেক ক্লোন নির্মাতা ঝরে পড়বে। অনেক কোম্পানীই যারা এক বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে, ছয় মাস পরই তাদের অস্তিত্ব মিলবে না।' কারণ, পিসির মূল্য হ্রাসের অনুপাতে উৎপাদন খরচ, ওভারহেড এবং লাভের অংশ কমানো যাবে না।

৮৫-এর যুদ্ধ আর ৯২-এর যুদ্ধ এক হবে না

পিসির এই মূল্য হ্রাসের যুদ্ধ নতুন নয়। অনেকটা ইতিহাসের ঘটনার পুনরাবৃত্তির মতোই ঘটছে এটা। সেই ১৯৮৫ সালে ক্লোন প্রস্তুতকারকদের বাজারে প্রভাব বিস্তার রোধ করার জন্য আইবিএম তার পিসির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছিল। ডিলার নেটওয়ার্ক দিয়েছিল বাড়িয়ে। তার প্রধান টার্গেট ছিল কম্প্যাকের তখনকার অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করা। কারণ, গুণে মানে এবং উন্নত বাজারজাতকরণ কৌশলে কম্প্যাক যাচ্ছিল এগিয়ে। যদিও তখন কম্প্যাককে তেমন কাবু করা যায়নি, কিন্তু এই মূল্য হ্রাসের চাপ সইতে না পেরে কেবলমাত্র আমেরিকাতেই এক বছরের মধ্যে ডজন খানেক পিসি নির্মাতা তাদের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল। তবে এবারের প্রতিযোগিতা অতোটা সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। কেননা এখনকার অনেক কোম্পানীরই আর্থিক স্বচ্ছলতা বেশি, অপারেটিং খরচ কম এবং ব্যবসায়িক ভিত্তি অনেক শক্ত। কিন্তু যেহেতু পিসির দাম আগের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি হারে বছরে ৪০% করে কমছে, মুনাফা কতটা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

বড় কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করতো মূল্য

পিসির জন্মলগ্ন থেকেই কয়েকটি বড় বড় কোম্পানী যেমন আইবিএম, কম্প্যাক, অ্যাপল ছোট ছোট কোম্পানীগুলির চেয়ে ২০% থেকে ৪০% বেশি দামে মেশিন বিক্রি করে এ শিল্পে এর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতো। বর্তমানে সারা বিশ্বে পিসির বাজার হচ্ছে ৮০০০ কোটি ডলার। এ শিল্প এখন আগের চেয়ে অনেক জটিল। তাই, কেবলমাত্র ২/১টি কোম্পানীই এখন আর এর বাজারকে ক্রেতা স্বার্থের উর্ধে ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

কিন্তু বড় বড় কোম্পানীগুলি তাদের দাম কমানোর ফলে শত শত ক্লোন নির্মাতা ব্যবসা গুটাতে বাধ্য হবে। তবে এটা তেমন একটা লক্ষ্য করা যাবে না। কারণ যারা ঝরে পড়বে তারা প্রায় সবই হবে বেনামী ছোট ছোট কোম্পানী।

গত এক বছর থেকেই এ আশংকা করা হচ্ছিল নতুন নতুন কম মূল্যের শক্তিশালী চিপ উদ্ভাবন, হার্ডডিস্ক ড্রাইভের মূল্য হ্রাস আর পিসি বাজারের একটি অংশ পাবার জন্য অসংখ্য প্রতিযোগীর নিরন্তর প্রচেষ্টা পিসির সাধারণ মূল্য হ্রাসের গতি দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে দেয়।

যার চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখতে পাই গত ১৫ই জুনের কম্প্যাকের মূল্য হ্রাসের ঘোষণায় এবং তার পর পরই অন্যান্য কোম্পানীর তা অনুসরণ।

এই মূল্য হ্রাস কেবলমাত্র সূচনা হতে পারে। কারণ আগামী অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মূল্য হ্রাসের পরিমাণ আরও বাড়ানোর কথা শোনা যাচ্ছে। যাতে কম্প্যাক এবং আইবিএম-এর মত কোম্পানীও যোগ দিচ্ছে। আইবিএম এই সেপ্টেম্বরে নতুন মডেলের কম মূল্যের পিএস/২ বাজারে ছাড়ছে। সাধারণ ব্যবহারকারী এবং ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য Value Line সিরিজে কম দামের (কম্প্যাকের চেয়ে কমদামে) কিছু নতুন মেশিনও তারা শীঘ্রই বাজারজাত করতে যাচ্ছে। অ্যাপল ছাড়ছে ১০০০ ডলারের কম মূল্যে ম্যাকিনটোশ। সবাই দাম কমাবে। কেউ হারতে অর্থাৎ বাজার ত্যাগ করতে নারাজ। তাহলে কি দাঁড়াবে? সহজ কথায় লোকে সস্তায় ভাল ভাল কোম্পানীর পিসি পাবে। অনামী ক্লোন নির্মাতারা বাজার ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। আর পিসি অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের মত হয়ে যাচ্ছে বলে ব্রাণ্ড নামহীন পিসি আর বাজারে থাকবে না বলেই ধরে নেয়া যায়।

প্রতিযোগিতায় কারা জিতবে

পিসি যে এখন একটা সাধারণ পণ্যের মতোই এটা সকলেই স্বীকার করেন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, বর্তমানে বেশির ভাগ নতুন নতুন উদ্ভাবনই হচ্ছে চিপ্ অথবা সফটওয়্যার পর্যায়ে। তাই পিসি নির্মাতাদের নিজেদের সৃজনশীল এবং মূল্যে প্রতিযোগিতামূলক হবার সুযোগ খুব কম। ফলে কেবলমাত্র প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল কোম্পানীগুলি বেশ বিপাকে পড়বে। বাজারজাতকরণ একটা প্রধান ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে। ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য নির্মাতারা এখন বেশি বেশি সুযোগ-সুবিধা (ফিচার) যোগ করবে, সরবরাহের নতুন পথ বের করবে— যেমন মেইল অর্ডার, ওয়্যারহাউস স্টোর বা সাধারণ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। অনেকটা ডেল-এর মার্কেটিং ব্যবস্থার মত। যার সরাসরি বিক্রয় পদ্ধতি মাত্র ছয় বছরের মাথায় কোম্পানীটিকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যায়। এর ফলে কম্প্যাক খুব চাপে পড়ে। এখন কম্প্যাক আবার চাপছে ডেলকে। কিন্তু ডেলও বাজারজাতকরণ পদ্ধতি আরও উন্নত করছে, ক্রেতাকে এখন আরও ভালো সার্ভিস দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বের করছে নতুন নতুন মডেল যার দাম কম্প্যাকের পাইকারী বাজার দরের চেয়েও কম। ডেল এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। কারণ তার হাতে রয়েছে প্রচুর সম্পদ (৮৯ কোটি ডলার) এবং নগদ ১৭৫ কোটি ডলার।

এই প্রতিযোগিতায় আরও যারা জিতবে তারা হচ্ছে- নিজেদের প্রয়োজনীয় কম্পোনেন্টসমূহ যারা নিজেরাই প্রস্তুত করছে। যেমন আইবিএম মাইক্রোপ্রসেসর, মেমোরি চিপ্ ও ডিস্ক ড্রাইভসহ তার প্রয়োজনীয় প্রায় সকল যন্ত্রাংশ নিজেরাই প্রস্তুত করে। আইবিএম এই সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুধু পিসি হার্ডওয়্যার উদ্ভাবন ও তৈরির সম্পূর্ণ আলাদা একটা ইউনিট গঠন করবে — যা নিয়মিতভাবে দাম কমাতে পারবে, বছরে কয়েকটি করে নতুন নতুন মডেল বাজারে ছাড়তে পারবে। কম্প্যাক তৈরি করছে বোর্ড এবং মনিটর। ডেলের রয়েছে উন্নতমানের অ্যাসেমব্লি প্ল্যান্ট। এশিয়াতে এএসটির নিজের বোর্ড তৈরি করার কারখানা রয়েছে। রয়েছে উন্নত ধরনের উৎপাদন ক্ষমতা। তাই সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে সকল কোম্পানীই ক্রমাগত লোকসানের বোঝা টানতে পারবে না। যদি না তাদের নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থা থাকে। যারা সংগ্রাম করে এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে ভবিষ্যত বাজার তাদের জন্যই।

আর একটি ব্যাপার কম্প্যাক শুধুমাত্র মূল্য হ্রাস লড়াইয়ের সূচনা করে ক্ষান্ত থাকেনি। তারা পিসি প্রাইসিং বা মূল্য নির্ধারণী নীতির ক্ষেত্রে একটা নতুন সূত্র যোগ করেছে। ইউরোপে তারা প্রথমে চালু করে লিস্ট বা তালিকা মূল্যের পরিবর্তে ইন্ডিকেটিভ বা সূচক মূল্য। কম্প্যাক মুখপাত্র মাইক বেরম্যান বলেন, আমরা চাচ্ছি স্টিকার মূল্য থেকে সরে যেতে। এনসিআর, জেনিথ, ডাটা সিস্টেমস, কম্প্যাক ও এএসটি রিসার্চ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি মডেলের ক্ষেত্রে তালিকা মূল্য অপসারিত করে ক্রেতারা এসব মেশিনের জন্য যে ধরণের মূল্য প্রদান করতে পারে তার কাছাকাছি একটা মূল্য ঘোষণা করেছে। এমনকি আইবিএম পর্যন্ত তালিকা মূল্য বাদ দেওয়ার যুক্তিটি নিয়ে ভাবছে।

কমপিউটার শিল্প এখন পুরাতন ভ্যালু বেস্‌ড প্রাইসিং থেকে সরে চলে যাচ্ছে কস্ট বেস্‌ড প্রাইসিংয়ে কস্ট-বেসড বা খরচ ভিত্তিক মূল্যটি হচ্ছে খরচের সাথে একটা সহনীয় মুনাফার অঙ্ক যোগ করে মূল্য নির্ধারণ করা।

টানাপোড়েনে দাম চড়ে

বিশ্বব্যাপী চলতি মূল্যহ্রাস সুবিধা যেন বাংলাদেশী ক্রেতারা পায় সে ব্যাপারে ক্রেতাগণ ছোট বড় কমপিউটার বিক্রেতা সকলেই দারুন উৎসাহী। এতে বিক্রেতার বিক্রি বাড়বে বলে স্বভাবতই তাদের কোন আপত্তি বা প্রতিরোধের প্রশ্নই ওঠে না। তবে অন্তরায়গুলো হচ্ছে — (১) বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল, (২) শুল্ক কর্তৃপক্ষ (৩) অনুৎসাহজনক চড়া শুল্ক হার, (৪) অনেক ব্যবসায়ীর আকাশছুম্বী ওভারহেড খরচ এবং অতি মুনাফার আকাংখা। কমপিউটার আমদানীর পর তা ছাড়ানোর জন্য কমপিউটার কাউন্সিলের যে ছাড়পত্র লাগে তা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও মোড়লিপনার গতায়ু মনোবৃত্তির কারণে বিক্রেতারা পান বেশ কয়েকদিন পর। এটি পাওয়ার পর শুল্ক কর্তৃপক্ষের চিরাচরিত হয়রানি শুরু হয় যথারীতি। এতে ডেমারেজ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ বাড়তে থাকে। বিক্রেতারা এসব খরচ তুলে নেন কমপিউটারের দাম বাড়িয়ে। এটা যে কোন কমপিউটার চর্চায় হাটি হাটি পা পা পর্যায়ের জাতির জন্য এটা দারুণ লজ্জাস্কর ব্যাপার। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের এই টানাপোড়েন থেকে দেশের কমপিউটার আমদানী প্রক্রিয়াকে বিমুক্ত করা অবিলম্বে উচিত বলে অনেক বিক্রেতাই মন্তব্য করেন।

৩৫% শুল্কের বোঝা

কমপিউটার পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব মঈন খান বাংলাদেশে বিশ্ব বাজারের মূল্য হ্রাসের প্রভাব প্রসঙ্গে বলেন— "কমপিউটারের ওপর ভ্যাটসহ সর্বমোট প্রায় ৩৫% আমদানী শুল্কের বোঝা আন্তর্জাতিক মূল্য হ্রাস সুবিধা বাংলাদেশীদের ভোগ করার পথে আরেকটি অন্তরায়। সারা বছরে কমপিউটার আমদানী বাবদ যে যৎসামান্য শুল্ক ও ভ্যাট সরকার পান তা না পেলেও সরকারের খুব একটা ক্ষতিবৃদ্ধি হতোনা।

সামান্য ত্যাগ বিরাট অগ্রগতি আনতে পারে

তাঁর ভাষায় : কমপিউটারকে উন্নয়নের একটা বিরাট সম্ভাবনাময় হাতিয়ার হিসেবে দেখা উচিত ছিল সরকারের। সরকার যদি এই বিচক্ষণতাটা দেখিয়ে কমপিউটারকে সম্পূর্ণ শুল্ক ও ভ্যাট মুক্ত করতেন তবে দেশের উন্নয়নে — বিশেষ করে সফটওয়্যার উন্নয়ন ও ডাটা এন্ট্রি শিল্প এবং শিক্ষার উন্নয়নের আরেকটি স্বর্ণদ্বার খুলে যেতো। সরকার বহু অনুৎপাদনশীল খাতেই বিরাট অংকের ভর্তুকী দিয়ে আসছে দীর্ঘদিন থেকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা ও কোনরূপ উন্নতি ছাড়াই তা চলছে। কমপিউটারে থেকে একটা ছোট গরীব দেশ যে বিরাট সুবিধা নিতে পারতো তা এখন বিনষ্ট হচ্ছে আমদানী জটিলতা, কর্তৃপক্ষীয় খবরদারী এবং অবাস্তব চড়া শুল্ক হারের কারণে। একটা চড়া ও হতাশজনক শুল্ক কাঠামো দ্বারা কণ্ঠরুদ্ধ করা হলে পরক্ষোভাবে দেশেই ঠকবে। দেশ পিছিয়ে যাবে ডাটা

এন্ট্রি ও সফটওয়্যার রপ্তানীর মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সুবর্ণ সম্ভাবনা থেকে। বর্তমানে রাজস্ব আয়ে সামান্য ত্যাগ সরকারকে পরবর্তীতে অনেক বেশি রাজস্ব আয় দিতে পারতো। সরকারের উচিত পুরো জিনিষটিকে সুদুর প্রসারী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা, খণ্ডিত বা কোন খাটো পাল্লার দৃষ্টিতে নয়। বিসিসি এ ব্যাপারে কিছুই করেনি। তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ সমস্ত জিনিষ বুঝাতে পারতেন। কমপিউটার ছাড়া আর কোন আইটেম মূল্য প্রত্যয়নের জন্য পাঠানো হয় না। এখানে রয়েছে এক এক রকম মেশিন বা পেরিফেরালসের জন্য এক এক রকম কর কাঠামো।' অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে তিনি উল্লেখ করেন, একটি এলসির মাল খালাস করতে ৫৪টি স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। প্রথমেই এনবিআরের কার্যক্রমকে পুরাপুরি কমপিউটারায়ন করা দরকার।

তিনি আরো জানান, বাংলাদেশের কমপিউটার আমদানীর পরিমাণ এত কম যে, মূল বিক্রেতা কোম্পানী মূল্য হ্রাসের ব্যাপারে এ দেশের প্রতি ততটা উৎসাহ দেখায় না।

হ্রাসকৃত মূল্যের আইটেম আসে দেরীতে

জনাব মঈন খানের এ বক্তব্যের প্রায় একই সুরে, ফ্লোরা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম এন ইসলাম জানান, 'বিদেশে দাম কমার সাথে সাথে হ্রাসকৃত মূল্যের আইটেম আমরা এখানে পাই না। ওখানেই হ্রাসকৃত মূল্যের পিসির প্রচণ্ড চাহিদা এখন। আমরা বুক করেও মাল পাচ্ছি না। কারণ আমাদের দেশের চাহিদা খুবই কম। আর এলসি খোলার পর মাল আমাদের হাতে পৌঁছতে এত বেশি (অনেক সময় ২/৩ মাস) সময় নেয় যে সব খরচ যোগ করে অবধারিত ভাবেই দাম বেশি পড়ে। এখানে মুনাফা বেশি করার কোন সুযোগ নেই। কারণ স্কেল ইকোনমির জন্য এখানে অনেকেই একই পণ্য এনে বিক্রি করতে পারেন। ফলে একজন ইচ্ছে করলেও প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্য বেশি দামে কখনো বিক্রি করতে পারে না। তবে মূল কোম্পানী দাম কমালে এবং তা আমদানী করা গেলে এখানেও দাম কমতে বাধ্য।'

আইবিএম ঃ কোন নির্দেশ পাইনি

বিশ্বব্যাপী মূল্য পতনের সুফল বাংলাদেশে পৌঁছানো প্রসঙ্গে আইবিএম-এর স্থানীয় অফিস জানায় যে, যেহেতু এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলভূক্ত আইবিএম অফিস মূল্য হ্রাসের ব্যাপারে তাদের কোন নির্দেশ দেয়নি তাই এ ব্যাপারে তারা কোন মন্তব্য করতে অপারগ। তবে আইবিএম-এর পরিবেশক এনএসএস-এর একজন কর্মকর্তা জানান যে, তারা আইবিএম পিসি পূর্বের তুলনায় বেশ কম মূল্যে দিতে পারবেন।

গবেষণার খরচ তুলছেন তারা

চলমান মূল্য পতন যুদ্ধ প্রসঙ্গে এনসিআর তুরস্কের আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তা শেখ ওয়াহিদ বলেন যে, মান সচেতন বড় কমপিউটার কোম্পানীসমূহের গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য প্রচুর নতুন তহবিলের যোগান দেওয়া অত্যাবশ্যক তাই একটা গ্রহণযোগ্য মুনাফার মার্জিন ছাড়া এই তহবিল সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তবে এনসিআর কমপিউটারসমূহের দাম আগে বেশী থাকলেও তা কমে আসছে এবং দামটা এখন কোন অসুবিধার বিষয় নয়।

জনাব ওয়াহিদ বলেন, শাখার পরিবর্তে পরিবেশকের মাধ্যমে এখন থেকে বাংলাদেশের এনসিআর মেশিন বিক্রী হওয়াতে দামের ক্ষেত্রে অনেক নমনীয় হওয়ার সুযোগ পাবে পরিবেশক লিডস কর্পোরেশন। ইতিমধ্যে একটি ক্রেতার ক্ষেত্রে পূর্বে চাওয়া দাম পরবর্তীতে লিডস কর্পোরেশন কমিয়ে দিয়ে এসেছে।

দামী অফিসের বিক্রেতারা

কয়েকজন উৎসাহী ক্রেতা এখানকার পিসির চড়া দামের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন —এখানে বিক্রেতাদের ভীষণ দামী দামী সুসজ্জিত অফিস ও ব্যবহার দেখে মনে হয় না তারা এ দেশের সাধারণ ক্রেতাদের ব্যাপারে উৎসাহী। মাসে ওভারহেড ব্যয় লাখ লাখ টাকা অথচ ৫/৭ টা মেশিন বিক্রি করে এমন বিক্রেতার সংখ্যা বিরল নয়। ফলশ্রুতিতে ক্রেতা সাধারণকেই এর ব্যয়ভার বহন করতে হয়।'

জনাব মঈন খানকে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে বলা হলে তিনি এ অবস্থার কথা স্বীকার করেন। তবে এ ধরনের বিক্রেতার সংখ্যা নগণ্য বলে তিনি জানান। তার মতে ক্রেতারা সতর্ক হলে এ ধরনের কোম্পানী এমনিতেই ঝরে পড়বে।

এখন অপেক্ষা একজন বাংলাদেশী রবিনহুডের

বাংলাদেশে পিসির জন্য রয়েছে সুপ্ত বিরাট বাজার। কমপিউটার নাগালে পাবার প্রবণতা বাড়ছে বেশ দ্রুত।

কমপিউটার মূল্য হ্রাসের চলতি সুবিধা অবশ্য বাংলাদেশ এখনো স্পর্শ করতে পারেনি এসব বাস্তব সীমাবদ্ধতার কারণে। তবে অসংখ্য মানুষ উন্মুখ হয়ে আছেন, মূল্য পতনের এই ঢেউ কবে ক্রেতাদের দোরগোড়ায় পৌঁছবে। মূল্য হ্রাসের কারণে কমপিউটার মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের এমনকি নিম্নবিত্তদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এলে এদেশে কমপিউটারের প্রসার হবে অভাবিত। বিশ্বব্যাপী রবিনহুড হওয়ার প্রতিযোগিতার এই সুসময়ে বাংলাদেশেও প্রয়োজন রয়েছে একজন রবিনহুডের — যিনি অবারিত করে দেবেন তার উদার হাত দিয়ে সুলভ মূল্যের সেরা কমপিউটার কেনার রুদ্ধ দ্বারটি। পুরো জাতি এখন অপেক্ষায় রয়েছে সেই বাংলাদেশী কমপিউটার রবিনহুডের। ❋

We are offering following Special Courses

1. *Data Entry Operator's Course [40th Batch]*
   Duration : 2 months
   Starts from : 15.09.92
2. *Secretarial course with Computer [3rd Batch]*
   Duration : 2 months
   Starts from : 15.09.92
3. *Hardware Maintanance & IBM PC Trouble-Shooting [7th Batch]*
   Duration : 3 months
   Starts from : 15.09.92
4. *Programming with dBASE & Foxbase [6th Batch]*
   Duration : 3 months
   Starts from : 16.09.92

(Courses conducted by Engr. Hakikur Rahman)

I C. M S

COMPUTER TRAINING CENTRE

Mirpur 10-B, Ave: 1/ Plot 3
Dhaka-1221. Phone: 802458, 802763

Dedicated Trainer in Software & Hardware since 1989.

TOTAL SERVICES

Private security Guard, Gardener/Daily Labour & Rent A Car. Computer Training, Photocopier, Spairal, Short-Film and Garments Accessories. TV Antenna, Switch, Toys, Pipe, Trolly, Bottles and Handicrafts etc.

Sales	Rent & Services	Data-Entry
Computer	Computer	Bio-data
Printer	Printer	Thesis/Letter
Stabilizer	H/W Install	Payroll/GL
UPS/Fax	Consultancy	Reports & DTP
Diskette	Software Dev.	Stock/LC
Ribbon	Ribbon Re-inking	Field Report
Paper	Ribbon Re-filling	Statistical data

TRAINING

WordPerfect5.1	Telex	Basic Programming
WordStar	Fax	dBASE Programming
Lotus 1-2-3	Typing	Turbo-C
Quattro Pro 3.0	Driving	Pascal/Cobol
dBase III Plus/ IV	Shorthand	Fortran-77
Accounting	Sewing	Spss PC+

ANANTA JOTI
TOP OF THE TIME

ANANTA JOTI

Phone : 815445, 814253
Fax : 880-02-814253

Baitush Sharaf Mosque
Farmgate (Opposite Tejgaon PS)
149/1, Airport Road, Dhaka-1215
Branch : 73 Airport Road, Dhaka.